[redacted]

[redacted]-[redacted] [redacted] [redacted] [

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

[redacted] [redacted] (2020) [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] (20) [redacted] [redacted] (20) [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

[redacted] (20 [redacted]) [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

গাংনীর দিগলকান্দিতে পুলিশের অভিযানে ৯ জুয়াড়ি আটক

টাকার বিনিময় তাস দ্বারা জুয়া খেলার অপরাধে ৯ জুয়াড়িকে আটক করেছে গাংনী থানা পুলিশ।

এসময় তাদের কাছ থেকে জুয়া খেলার ১২ হাজার ৩৩৫ টাকা, এক সেট তাস জব্দ করা হয়েছে।

এরা হলেন, দিগলকান্দি গ্রামের মৃতু আব্দুল জলিলের ছেলে মুনসুর আলী (৫০), মফেজ উদ্দীনের ছেলে আব্দুস সালাম (৩০), মৃতু জালাল উদ্দীনের ছেলে আল আমিন (৪০), বিল্লাল হোসেনের ছেলে মো: জাহিদ (৩৬), গোলাম হোসেনের ছেলে তুষার ইমরান (২১), গোলাম মোস্তফার ছেলে লিখন (২৬), মৃতু খেদের আলীর ছেলে আশরাফুল হক (৪২), মো: ফরজ আলীর ছেলে বিপ্লব হোসেন (২৫) ও জহুরুল ইসলামের ছেলে মো: বাপ্পি (২১)।

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে শনিবার দিবাগত রাত পৌণে তিনটার সময় গাংনী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) শাহিন মিয়া সঙ্গীয় ফোর্সসহ অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করেন।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক বলেন, দিগলকান্দি গ্রামের ইনতাজ আলীর বাড়িতে তাস দারা জুয়া খেলছে এমন সংবাদে পুলিশের একটি টিম সেখানে অভিযান চালায়। পুলিশের অভিযান টের পেয়ে তারা পালানোর সময় পুলিশ তাদের আটক করেন।

এঘটনায় পুলিশের পক্ষ থেকে ১৮৬৭ সালের জুয়া আইনের ৩/৪ ধারায় গাংনী থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

আজ রবিবার (২১ আগষ্ট) সকাল ১১ টার দিকে আটক জুয়াড়িদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

দামুড়হুদায় বিপুল পরিমান ফেন্সিডিলসহ এক মাদক ব্যবসায়ী আটক

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদায় ঝিনাইদহ র্যাব-৬ মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ৮৬৯ বোতল ফেন্সিডিল সহ এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে।

শুক্রবার বেলা ১০টার সময় দামুড়হুদা উপজেলার ছোটদুধ পাতিলা গ্রামস্থ এলাকা থেকে তাকে আটক করা হয়।

ঝিনাইদহ র্যাব-৬, সূত্রে জানাগেছে, শুক্রবার র্যাব-৬, (সিপিসি-
২) ঝিনাইদহ র্যাব ক্যাম্প এর একটি আভিযানিক দল গোপন সংবাদের মাধ্যমে জানতে পারে দামুড়হুদা থানার ছোটদুধ পাতিলা গ্রামস্থ এলাকায় কতিপয় ব্যক্তি মাদকদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় করার উদ্দেশ্যে অবস্থান করছে।

প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে আভিযানিক দলটি আনুমানিক বেলা ১০টার সময় ছোটদুধ পাতিলা গ্রামস্থ এলাকায় একটি বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে এসময় আটক করা হয় চুয়াডাঙ্গা পৌরসভাধীন গুলশান পাড়ার মৃত শহিদুল ইসলাম এর ছেলে জাহিদ আহমেদ (২৪)কে।

এসময় তার কাছ থেকে উদ্ধার করা ৮৬৯ বোতল ফেন্সিডিল , ১টি মোবাইল ফোন এবং ২টি সিম কার্ড। জব্দকৃত আলামত ও গ্রেফতারকৃত আসামীকে চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা থানায় হস্তান্তর করে আসামীর বিরুদ্ধে মাদক আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে।।

খোকসায় ইউপি সদস্য গুলিবিদ্ধ,

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

আটক জহিরুল ইসলাম মেহেরপুর সদর উপজেলার রাজাপুর গ্রামের দবির আলীর ছেলে।

এসআই আলামিন বলেন, গ্রেফতারী পরোয়ানা তামিল ও বিশেষ অভিযান ডিউটি করাকালীন সময় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে খবর আসে শহরের পন্ডের ঘাট এলাকায় মাদকদ্রব্য হেরোইন বিক্রয় হচ্ছে।

খবর পেয়ে পুলিশের ওই টিমটি তাৎক্ষনিক ভাবে ঘটনাস্থলে পৌছানো মাত্রই পুলিশ দেখে আসামি জহিরুল দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করে। এসময় পুলিশের টিম তাকে ধাওয়া দিয়ে আটক করে। তার শরীর তল্লাশী করে ৫ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করা হয়।

আটক আসামীর বিরুদ্ধে মেহেরপুর সদর থানায় ২০১৮ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের ৩৬(১) সারণির ৮(ক) ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। যার মামলা নং-২৩, তাং-১৫/০৮/২০২২। পরে আজ সোমবার (১৫ আগষ্ট) বিকালে বিচারের জন্য মেহেরপুরের বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

গাংনীতে র্যাব-১২ এর অভিযানে ফেনসিডিলসহ মাদক ব্যবসায়ী আটক

২৮ বোতল ফেনসিডিলসহ আক্তার হোসেন (৪২)কে আটক করেছে র্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব-১২) একটি টিম।

আক্তার হোসেন গাংনী উপজেলার হোগলবাড়িয়া গ্রামের মৃত মোস্তফা’র ছেলে।

র্যাব-১২ কুষ্টিয়া ক্যাম্পের স্কোয়াডন লিডার ইলিয়াছ হোসেনের নেতৃত্বে র্যাবের একটি ইউনিট আজ রবিবার (১৪ আগষ্ট) দুপুরের দিকে তার বাড়িতে অভিযান চালিয়ে ফেনসিডিলসহ আক্তারকে আটক করা হয়।

ফেনসিডিল উদ্ধারের ঘটনায় র্যাব-১২ এর পরিদর্শক ফজলুল হক বাদী হয়ে গাংনী থানায় একটি মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি মামলা দায়ের করে আসামী আক্তার ও ফেনসিডিল গাংনী থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

কোটচাঁদপুরে দুই চোর আটক

শেষ রক্ষা হল চোরেদের। আলমসাধু চুরি করে পালানোর সময় হাতে-নাতে ধরা পড়েছেন তারা। পরে গণধোলাই দিয়ে পুলিশে সোপর্দ করেছে। শনিবার সকালে এ ঘটনাটি ঘটেছে কোটচাঁদপুরের কাশিপুর গ্রামে।

আলমসাধুর মালিক ইসমাইল হোসেন বিশু বলেন, প্রতিদিনের মত শুক্রবারও আলমসাধু বাড়ি উঠানে রাখি। রাত ২টা বাজে। হঠাৎ করে ঘুম ভেঙে দেখতে পায় আলমসাধু নাই। এরপর ঘর থেকে বের হতেই চোরেরা আলমসাধু নিয়ে পালাচ্ছে।

এ সময় তাদেরকে ধাওয়া করে পিছু নিই। পরে আমি আমার কালিগঞ্জের এক স্বজনকে মোবাইলে বিষয়টি জানায়। এ খবরে তারা সড়কে এসে আলমসাধুটি ধরে ফেলে। দৌড়ে পালায় চোরেরা।

পরে তারা চোরেদের পিছু নিয়ে সুমন নামের একজন ধরে ফেলেন। এরপর তারা চোর সহ আলমসাধুটি কোটচাঁদপুর থানায় সোপর্দ করেন। এদিকে চোর ধরা পড়া খবরে ছুটে আসেন কোটচাঁদপুরের দুই আলমসাধুর মালিক। যার মধ্যে রয়েছে মিন্টু রহমান ও সিরাজুল ইসলাম।

তারা বলেন, সম্প্রতি তাদের আলমসাধু চুরি হয়ে গেছে। আমাদের বিশ্বাস আলমসাধু দুইটি তারাই নিয়েছে। পরে সুমনের স্বীকারাক্তি অনুযায়ী বড়বামনদহ গ্রামে মোহাম্মদ আলী কে গ্রেফতার করেন পুলিশ। সে ওই গ্রামের আব্দুল মোতালেব হোসেনের ছেলে। সুমন কোটচাঁদপুর পৌরসভার গাবতলা পাড়ার আব্দুর রহিমের ছেলে।

এ ব্যাপারে কোটচাঁদপুর থানার উপপরিদর্শক মোঃ হাসানুর রহমান জানান, জনগন চোরসহ আলমসাধু আটকে পুলিশে সোপর্দ করেছেন। মামলা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

ঝিনাইদহ কালীগঞ্জে স্ত্রী হত্যাকারী পাষণ্ড স্বামী আটক

ঝিনাইদহ কালীগঞ্জে পাষণ্ড স্বামী কর্তৃক স্ত্রী হত্যাকারী মতিয়ার আটক তার ভাষ্যমতে ঘরে থাকা গরু খুটা পোতা কাঠের খেটে দিয়ে মাথায় কয়েকবার আঘাত করি।

এসময় মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। কিছুক্ষণ পর মারা গেছে বুঝতে পেরে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যায়। গত ৯ অক্টোবর দিবাগত রাত ১২ টার দিকে ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার ৬নং ত্রিলোচনপুর ইউনিয়নের চাঁদবা গ্রামে পারুল বেগম (৩৫) নামে এক গৃহবধূ হত্যাকারী স্বামী মতিয়ার রহমান এভাবেই পুলিশের কাছে জবানবন্ধি দেন।

হত্যার দুইদিন পর শুক্রবার দুপুর দুইটার দিকে যশোর সদর উপজেলা ফুলবাড়ি ইউনিয়নের লেবুতলা গ্রাম থেকে তাকে আটক করে কালীগঞ্জ থানার পুলিশ। এরপর বিকালে পুলিশ স্বামীকে নিয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

এসময় হত্যার গুরুত্বপূর্ণ আলামত উদ্ধার করে পুলিশ। সেখানে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলেন কালীগঞ্জ থানার ওসি আব্দুর রহিম মোল্লা।

ওসি আব্দুর রহিম মোল্লা জানান, ঘটনার পর থেকে মতিয়ার রহমান পলাতক ছিল। এরপর তাকের ধরার জন্য বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালানো হয়। শুক্রবার গোপন সংবাদে জানতে পারি, সে যশোরের লেবুতলা গ্রামে অবস্থান করছে।

সংবাদ পেয়ে সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে সেখানে থেকে তাকে আটক করা হয়। নিহতের প্রতিবেশিরা জানিয়েছে, প্রায়ই মতিয়ার পারুল দম্পতির মধ্যে সংসারের নানা বিষয় নিয়ে ঝগড়া হতো। ঘ

টনার দিন রাতেও তাদের মধ্যে ঝগড়া শুরু হয়। তবে, প্রতিনিয়ত এমন ঘটনা ঘটায় প্রতিবেশিরা গুরুত্ব দেয়নি। বুধবার সকালে পারুলকে মৃত অবস্থায় ঘরের মেঝেতে পড়ে থাকতে দেখে পুলিশে খবর দেওয়া হয়।

পরে পুলিশ তার মরদেহ উদ্ধার করে। নিহতের সংসারে দুই মেয়ে রয়েছে। এরমধ্যে এক মেয়ে প্রতিবন্ধি ও এক মেয়ের বিয়ে হয়েছে।